STEPPING STONE
SCHOOL (HIGH)

CLASS :VIII

Subject: Bengali (2L)

Date:12.06.20

Topic:নবযুগ সাহিত্য (৮)

সিদ্ধার্থের করুণা (পদ্য)

অনুশীলনী - প্রশ্নোত্তর

Time Limit:45Minutes

Worksheet No. :18

[Copy the questions and solve them on a sheet of paper date wise. Keep the worksheets ready in a file to be submitted on the opening day.]

নির্দেশিকাঃ 'সিদ্ধার্থের করুণা' পদ্যের অনুশীলণী দেওয়া হলো।প্রদত্ত প্রশ্নোত্তর খোলা পাতায় লিখবে। স্কুল খোলার পর নির্দিষ্ট দিনে তা জমা নেওয়া হবে।

*প্রশ্নে না থাকলেও উত্তরের প্রথম লাইনে কবি ও কবিতার নাম (গদ্য ও লেখকের নাম) লেখা আবশ্যক।

পাঠ অনুশীলন

১. **বিকল্প উত্তরভিত্তিক প্রশ্নগুলির ঠিক উত্তরে '●' চিহ্ন দাও (M.C.Q.) ঃ**

১.১ সিদ্ধার্থ বসেছিলেন—
- ● পথিমধ্যে গাছতলায় ☐
- ● রাজপুরীর বাগানে ☐
- ● রাজপুরীর দিঘির তীরে ☐
- ● রাজপুরীর অন্দরমহলে ☐

১.২ সিদ্ধার্থের কোলে এসে পড়েছিল—
- ● একটি রাজহাঁস ☐
- ● একটি বক ☐
- ● একটি রাজহংসী ☐
- ● একটি সারস ☐

১.৩ সিদ্ধার্থ ও দেবদত্ত যে বংশের রাজকুমার ছিলেন, তার নাম—
- ● সেন বংশ ☐
- ● কুষাণ বংশ ☐
- ● শাক্য বংশ ☐
- ● চালুক্য বংশ ☐

১.৪ রাজহাঁসটিকে তিরবিদ্ধ করেছিল—
- ● দেবদত্ত ☐
- ● দেবদূত ☐
- ● দেবোত্তম ☐
- ● দেবদ্যুতি ☐

১.৫ 'করুণায় উভয়ের বিমোহিত প্রাণ!' এখানে উভয়ে হল—
- ● দেবদত্ত ও সিদ্ধার্থ ☐
- ● সিদ্ধার্থ ও আহত রাজহাঁস ☐
- ● আহত রাজহাঁস ও দেবদত্ত ☐
- ● দেবদত্ত ও জননী ☐

১.৬ প্রদত্ত কাব্যগুলির যেটি কবি নবীনচন্দ্র সেন-এর রচিত নয়, সেটি হল—
- ● রৈবতক ☐
- ● কুরুক্ষেত্র ☐
- ● প্রভাস ☐
- ● বীরাঙ্গনা ☐

২. **দু-একটি বাক্যে উত্তর দাও ঃ**

২.১ রাজকুমার সিদ্ধার্থ হঠাৎ কী দেখতে পেয়েছিলেন?

২.২ মরালটি কীভাবে প্রাণে বেঁচেছিল?

২.৩ দেবদত্ত রাজহাঁসটিকে দাবি করেছিলেন কেন?

২.৪ সিদ্ধার্থ রাজহাঁসটিকে দেবদত্তকে দিতে চাইলেন কেন?

২.৫ আহত রাজহাঁসটিকে দেখে সিদ্ধার্থের মনের অবস্থা কেমন হয়েছিল?

২.৬ দেবদত্ত কে? তিনি কী দাবি করেছিলেন?

৩. **তিন-চারটি বাক্যে উত্তর দাও ঃ**

৩.১ আহত রাজহংসটিকে নিয়ে সিদ্ধার্থ কী করেছিলেন?

৩.২ 'কাননের বিহঙ্গেও বুঝে তাহা,'—কোন্ কাননের কথা এখানে বলা হয়েছে? 'বিহঙ্গ' শব্দের অর্থ কী? বিহঙ্গ কী বুঝেছিল?

৩.৩ শাক্যপুত্র দেবদত্ত খালি হাতে ঘরে ফিরে গিয়েছিলেন কেন?

৩.৪ দেবদত্ত কী দেকে স্তম্ভিত হয়েছিলেন?

৩.৫ দেবদত্ত তাঁর দাবির স্বপক্ষে কী যুক্তি দিয়েছিলেন?

৪. **পাঁচ-ছটি বাক্যে উত্তর দাও ঃ**

৪.১ 'করুণায় উভয়ের বিমোহিত প্রাণ'—কার করুণা এখানে কবি কীভাবে প্রকাশ করেছেন?

৪.২ দেবদত্তকে হাঁসটি না দিয়ে সিদ্ধার্থ কী বলেছিলেন?

৪.৩ আহত রাজহাঁসটিকে প্রাণ ফিরিয়ে দিয়ে সিদ্ধার্থের মনে কী ভাবান্তর হয়েছিল?

৫. **অর্থ লেখো ঃ**

৫.১ শুক্ল = ... ৫.৩ প্রস্রবণ = ... ৫.৫ স্তম্ভিত = ...

৫.২ লহরি = ... ৫.৪ বিকল = ... ৫.৬ কলকণ্ঠে = ...

৬. **গদ্যরূপ লেখো ঃ**

৬.১ রহে— ..... ৬.৩ বসি'— ..... ৬.৫ পরশনে— .....

৬.২ নিরজনে — ..... ৬.৪ যাইছে— ..... ৬.৬ মম — .....

৭. **নীচের তথ্যগুলির যেটি ঠিক তার পাশে 'সত্য' এবং যেটি ভুল তার পাশে 'মিথ্যা' লেখো ঃ**

৭.১ দেবদত্ত আপন মনে পুরোদ্যানে বসেছিলেন। ☐

৭.২ একটি আহত রাজহাঁস সিদ্ধার্থের কোলে এসে পড়েছিল। ☐

৭.৩ মরাল শব্দের অর্থ সাপ। ☐

৭.৪ সিদ্ধার্থ দেবদত্তকে রাজহাঁসটির বিনিময়ে রাজ্য দিতে চেয়েছিলেন। ☐

৭.৫ দেবদত্ত সিদ্ধার্থকে রাজহাঁসটি দিতে চাইল না। ☐

Orion
PAGE:
DATE: / /

অনুশীলনী

২. দু-একটি বাক্যে উত্তর দাও:-

২.১ রাজকুমার সিদ্ধার্থ হঠাৎ কী দেখতে পেয়েছিলেন?

উ:- কবি নবীনচন্দ্র সেনের লেখা 'সিদ্ধার্থের করুণা' কবিতায়- রাজকুমার সিদ্ধার্থ নির্জন বাগানে বসেছিলেন। হঠাৎই একটি রাজ হাঁস আহত বুকে তাঁর কোলে এসে পড়ে।

২.২ মরালটি কীভাবে প্রাণে বেঁচেছিল?

উ:- সিদ্ধার্থের অপার করুণায়, তাঁর চোখের জলের পরশে মরালটি প্রাণে বেঁচেছিল।

২.৩ দেবদত্ত রাজহাঁসটিকে দাবি করেছিলেন কেন?

উ:- দেবদত্ত শিকার করতে বেরিয়েছিলেন। তাঁর তিরেই রাজহাঁসটি আহত হয়। তাই শিকারের নিয়মানুসারে তিনি তা দাবি করেছিলেন।

২.৪ সিদ্ধার্থ রাজহাঁসটিকে দেবদত্তকে দিতে চাইলেন না কেন?

উ:- সিদ্ধার্থ রাজহাঁসটিকে দেবদত্তকে দিতে চাইলেন না, কারণ প্রাণ বিনাশকারীর চেয়ে প্রাণদানকারীর অধিকার জীবের প্রতি অনেক বেশি। সিদ্ধার্থ আহত মরালটির প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

২.৫ আহত রাজহাঁসটিকে দেখে সিদ্ধার্থের মনের অবস্থা কেমন হয়েছিল?

উ:- আহত রাজহাঁসটিকে দেখে সিদ্ধার্থের মন ব্যথাকুল হয়ে পড়েছিল। তিনি আহত মরালটির যন্ত্রণা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

২.৬ দেবদত্ত কে? তিনি কী দাবি করেছিলেন?

উ:- শাক্যবংশের দ্বিতীয় রাজকুমার দেবদত্ত ছিলেন সিদ্ধার্থের ভাই।
▲ তিনি তাঁর তিরে বিদ্ধ আহত মরালটিকে দাবি করেছিলেন।

৩. তিন-চারটি বাক্যে উত্তর দাও:-

৩.১ আহত রাজহংসটিকে নিয়ে সিদ্ধার্থ কী করেছিলেন?

উ:- আহত রাজহংসটিকে সিদ্ধার্থ পরম মমতায় কোলে তুলে নিয়েছিলেন। তির বিদ্ধ মরালের যন্ত্রণা তাঁকে আকুল করে তুলেছিল। জীবের যন্ত্রণায় এই প্রথম তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়েছিল এবং সেই অশ্রুর পরশেই মরালটি প্রাণ ফিরে পায়।

P.T.O

৩.২. 'কাননের বিহঙ্গত বুঝে তাহা' — কোন্ কাননের কথা এখানে বলা হয়েছে? 'বিহঙ্গ' শব্দের অর্থ কী? বিহঙ্গ কী বুঝেছিল?

উঃ- শাক্য রাজপ্রাসাদের সুবিশাল বাগানকে এখানে 'কানন' বলা হয়েছে।

▲ 'বিহঙ্গ' শব্দের অর্থ পাখি।

▲ আহত বিহঙ্গটি সিদ্ধার্থের অপার করুণা, ক্ষমাসুন্দর বুঝেছিল বিশ্বপ্রেমের সবলে জীবন ফিরে পাওয়া যায়।

৩.৩ শাক্যপুত্র দেবদত্ত খালি হাতে ঘরে ফিরে গিয়েছিলেন কেন?

উঃ- শাক্যপুত্র দেবদত্ত শিকারে বেরিয়ে একটি রাজহংসকে বিদ্ধ করেন। তিরবিদ্ধ রাজহংসটি কাননে বসে থাকা অগ্রজ সিদ্ধার্থের কোলে এসে পড়ে। সিদ্ধার্থের অপার করুণায় তাঁর অনুকম্পার স্পর্শে সে প্রাণ ফিরে পায়। শিকারের নিয়মানুযায়ী বিদ্ধ রাজহংসটি দেবদত্ত দাবি করলে, সিদ্ধার্থ তাঁকে বুঝিয়ে বলেন যে, প্রাণহত্যাকারীর চেয়ে প্রাণদানকারীর অধিকার অনেক বেশি, তাই রাজহংসটির ওপর দেবদত্তের আর কোনো অধিকার নেই। দেবদত্তকে এই একটি প্রাণের বিনিময়ে যুবরাজ সিদ্ধার্থ সমস্ত শাক্যরাজ্য নির্দ্বিধায় দিয়ে দিতে প্রস্তুত। সিদ্ধার্থের এই বিশ্বপ্রেমের করুণাঘন মূর্তি দেখে বিস্মিত দেবদত্ত বুঝতে পারেন জীবপ্রেমই জীবকল্যাণের মূলমন্ত্র। তাই তিনি খালি হাতে ফিরে আসেন।

৩.৪. দেবদত্ত কী দেখে স্তম্ভিত হয়েছিলেন?

উঃ- সিদ্ধার্থ সামান্য একটি মরালের জীবনের বিনিময়ে তৎক্ষণাৎ সমগ্র শাক্যরাজ্য দেবদত্তকে দিয়ে দিয়েছিলেন। অগ্রজ সিদ্ধার্থের এই অপার বিশ্বপ্রেম, এই করুণাময় রূপ দেখে দেবদত্ত বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন।

৩.৫ দেবদত্ত তাঁর স্বপক্ষে কী যুক্তি দিয়েছিলেন?

উঃ- দেবদত্ত তাঁর স্বপক্ষে যুক্তিতে বলেছিলেন, শিকারের নিয়ম অনুযায়ী শিকারির তির বিদ্ধ করে যে প্রাণীকে, সেই প্রাণীর ওপর অধিকারও একমাত্র তারই হয়। এক্ষেত্রে শিকারি হিসেবে তিনি রাজহংসটিকে তীরবিদ্ধ করেছিলেন। তাই আহত রাজহংসটিও তাঁরই প্রাপ্য।

৪. পাঁচ-ছয়টি বাক্যে উত্তর দাও:-

৪.১ 'করুণা উভয়ের বিমোহিত প্রাণ' — কার করুণা কবি কীভাবে প্রকাশ করেছেন?

উ:- নবীনচন্দ্র সেনের লেখা 'সিদ্ধার্থের করুণা' কবিতায় কবি এখানে সিদ্ধার্থের করুণাময় রূপটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। নেপালের কপিলাবস্তু নগরে শাক্যরাজ বংশে জন্মগ্রহণ করেন সিদ্ধার্থ। রাজপরিবারের আবহে প্রতিপালিত হয়েও তাঁর মধ্যে তথাকথিত ক্ষত্রিয় রাজধর্ম অপেক্ষা বিশ্বপ্রেমের মানবধর্মই প্রকটিত ছিল। একদিন রাজোদ্যানে একাকী নিমগ্ন অবস্থায় সিদ্ধার্থের কোলে এসে পড়ে একটি তিরবিদ্ধ মরাল। পাখিটির যন্ত্রণায় সিদ্ধার্থ আকুল হয়ে ওঠেন। বুকে তুলে নেন পরম সমত্ববোধে পাখিটিকে। তাঁর অশ্রুর স্পর্শে, তাঁর অপার করুণায় পাখিটি প্রাণ ফিরে পায়। পাখিটিও যেন বুঝতে পারে সিদ্ধার্থের অপার বিশ্বপ্রেমের ব্যাপ্তিকে। পাখিটিকে তিরবিদ্ধ করেছিলেন সিদ্ধার্থের ছোটভাই দেবদত্ত। দেবদত্ত আহত রাজহংসীর অধিকার দাবি করেন। সিদ্ধার্থ তখন তাঁকে বুঝিয়ে বলেন, প্রাণহত্যাকারী অপেক্ষা প্রাণদানকারীর অধিকার জীবের প্রতি অনেক বেশি। আহত রাজহংসীর বিনিময়ে অনুজ দেবদত্তকে সমগ্র শাক্য রাজত্ব দিয়ে দিতেও দ্বিধা বোধ করেননি সিদ্ধার্থ। বিশ্বপ্রেমের ব্যাপ্তি ও গভীরতা সামান্য রাজসিংহাসনে গন্ডীবদ্ধ নয়, তা জীবনের অফুরন্ত বিস্তারে সঞ্চারমান। অগ্রজের এই করুণাময় বিশ্বপ্রেমের মূর্তি দেখে বিস্ময়ে স্তম্ভিত দেবদত্ত শূন্য হাতে ফিরে আসেন। এভাবেই কবিতাটিতে সিদ্ধার্থের করুণাঘন রূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন কবি।

৪.২. দেবদত্তকে হাঁসটি না দিয়ে সিদ্ধার্থ কী বলেছিলেন?

উ:- ৩.৩ এর উত্তরটি লিখবে।

৪.৩. আহত রাজহাঁসটিকে প্রাণ ফিরিয়ে দিয়ে সিদ্ধার্থের মনে কী ভাবান্তর হয়েছিল?

উ:- 'সারাংশ' অংশে (পংক্তি - ২৭ - ৩২) অনুচ্ছেদটি (Paragraph) উত্তরে লিখবে।

৫. অর্থ লেখো:-

উত্তর:- ৫.১ – সাদা ৫.৩ জলস্রোত ৫.৫ বিস্মিত
৫.২ – ঢেউ ৫.৪ অসাড় ৫.৬ মুখরিত

৬. গদ্যরূপ লেখো:-

উত্তর ৬.১ থাকে ৬.৩ বসে ৫.৫ স্পর্শে
৬.২ নির্জনে ৬.৪ যাচ্ছে ৫.৬ আমার

৭. সত্য / মিথ্যা:-

উত্তর:- ৭.১ মিথ্যা ৭.২ সত্য ৭.৩ মিথ্যা ৭.৪ সত্য ৭.৫ সত্য